আমাদেরসময়

তারিখ ২৮ NOV 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

আসন ও বই বাড়লেও সংকট অফুরন্ত

কুবির কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি

এসএম জোবায়ের, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় •
অনেক প্রত্যাশা ও দাবির পর পূর্ণাঙ্গ না হলেও প্রতিষ্ঠার দশম বছরে সম্প্রসারণ করা হয়েছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির যে অবস্থা থাকা দরকার তার অধিকাংশ নেই এ লাইব্রেরির। নানা সীমাবদ্ধতার কারণে এ লাইব্রেরি শিক্ষার্থীদের জ্ঞান প্রসারে তেমন ভূমিকা পালন করছে না বলে মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

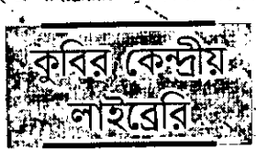

সরেজমিন দেখা যায়, ৮টি টেবিল আর ৪০টি চেয়ারে সীমাবদ্ধ থাকা লাইব্রেরি সম্প্রসারণ করায় এখন ১৫টি টেবিলে একই সঙ্গে প্রায় ৮০ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করার সুযোগ পাচ্ছেন। শিক্ষকদের জন্য রয়েছে দশ আসনের একটি কক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান ১৭টি বিভাগের প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য এ আসন পর্যাপ্ত না হলেও কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন শিক্ষার্থীরা। গত বছরে ১১,৬৯৯টি বই থাকলেও চলতি বছরে বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১২,৫৬৩টি।

কিন্তু সম্প্রসারিত হওয়ার পরও কিছু সীমাবদ্ধতা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি লাইব্রেরিটি। শিক্ষার্থীদের জন্য নেই নিরাপদ পানি, ফটোকপি মেশিনের ব্যবস্থা। বই স্বল্পতার কারণে অনেক বই ফটোকপি করে নিতে হয়। এতে ফটোকপি মেশিনের খুব প্রয়োজনবোধ করেন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের ব্যাগসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখতে হচ্ছে লাইব্রেরির বাইরে। যেখানে নেই কর্তৃপক্ষের কোনো জনবল। ফলে, লাইব্রেরিতে নিশ্চিন্তে পড়ালেখা করতে পারছেন না শিক্ষার্থীরা। অনেক সময় একাডেমিক কাজের প্রয়োজনে শিক্ষার্থীরা ল্যাপটপসহ অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে ক্যাম্পাসে আসেন। কিন্তু লাইব্রেরিতে যেতে হলেই বাধে বিপত্তি। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা না থাকায় বাইরের নির্ধারিত স্থানে এগুলো রাখা নিরাপদ মনে করেন না শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র এ লাইব্রেরিটি খোলা থাকে সপ্তাহে পাঁচ দিন সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। শুক্র ও শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় লাইব্রেরিও বন্ধ থাকে। সপ্তাহে অন্তত ছয় দিন রাত আটটা পর্যন্ত লাইব্রেরি খোলা রাখার দাবি শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন করে আসছেন। শিক্ষার্থীদের চাওয়া লাইব্রেরিটি হোক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। 'বন্ধের দিনগুলোতে রাত ৮টা পর্যন্ত লাইব্রেরি খোলা রাখলে আমরা আরও বেশি উপকৃত হতাম। ব্যাগ রাখার নির্দিষ্ট স্থানে কর্তৃপক্ষের কেউ থাকলে নিশ্চিন্তে পড়ালেখা

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

আসন ও বই বাড়লেও

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) করতে পারতাম।' বলছিলেন ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী হুমায়ুন কবির। জানতে চাইলে লাইব্রেরির সেবা সম্পর্কে অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী মো. আমজাদ হোসাইন বলেন, 'লাইব্রেরি সম্প্রসারণে ভালো হয়েছে। তবে আলাদা ভবন খুবই জরুরি।'

ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান মহিউদ্দিন মোহাম্মদ তারেক ভূঞা দৈনিক আমাদেরসময়কে বলেন, 'এশিয়া ফাউন্ডেশন থেকে মাত্র ২৫০টি বই নিয়ে এই লাইব্রেরির যাত্রা শুরু। যার বর্তমান বই সংখ্যা ১২,৫৭৭টি। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ফটোকপির মেশিন ক্রয় করা হবে। তবে পর্যাপ্ত জনবলের অভাবে তা চালু করা হবে না। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রজন্য প্রশাসনকে বলেছি। খুবই দ্রুত তা চালু করা হবে।' মাত্র দশজন জনবল নিয়ে চলছে দেশের মধ্য-পূর্বাঞ্চলের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের কেন্দ্রীয় এ লাইব্রেরি। সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য আরও জনবল প্রয়োজন বলে মনে করেন এর সদস্যরা। লাইব্রেরিকে ডিজিটাল করার জন্য কাজ করা হচ্ছে বলে জানান মহিউদ্দিন মোহাম্মদ তারেক ভূঞা।